জুতসই ভূত কই
হেলালউদ্দীন পাটোয়ারী

প্রথম প্রকাশঃ
ফাল্গুন ১৪১১বাঙলা
ফেব্রুয়ারী ২০০৫ইং
প্রকাশকঃ আবদুল আউয়াল
মোতালেব শাহ্ প্রকাশনী
গুপিপাড়া, উত্তর বাড্ডা,
ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
প্রচ্ছদঃ আযীয
গ্রন্থস্বত্বঃ ঋকিপ্রিয়তা হৃদি

২য় প্রকাশঃ
www.marupalash.com

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
রিয়াদ, সউদী আরব/ঢাকা, বাংলাদেশ।
জুন ২০০৬ইং
আষাঢ় ১৪১৩বাঙলা
প্রকাশকঃ
দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক, মরুপলাশ, রূপসীচাঁদপুর, মোহনা
রিয়াদ, সউদী আরব।

প্রকাশনার ২০ বছর

সকল যোগাযোগঃ
Email: marupalash@gmail.com
rupashee.chandpur@gmail.com
mohona.mohona@gmail.com

websites:
www.marupalash.com
www.geocities.com/rupashee_chandpur
www.geocities.com/mohona_riyadh

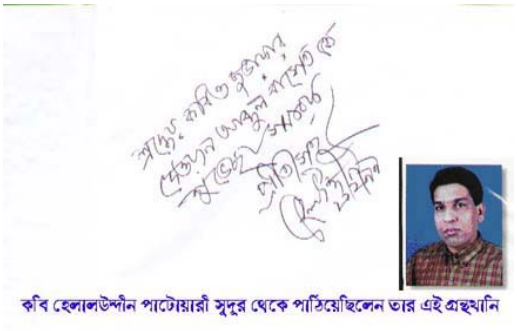

কবি হেলালউদ্দীন পাটোয়ারী সুদূর থেকে পাঠিয়েছিলেন তার এই গ্রন্থখানি

লেখক গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন....

১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানাধীন বলাখাল খেয়াঘাটে এবং উটতলী খেয়াঘাটে পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যে সম্মুখ যুদ্ধ হয়েছিল সেই লড়াইয়ের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে...

লেখক পরিচিতি

হেলালউদ্দীন পাটোয়ারী পেশায় একজন আইনজীবি। তিনি ডেমরা ল'কলেজের অধ্যাপক। দীর্ঘদিন যাবৎ কবিতা, ছড়া, কিশোর কবিতা এবং গান রচনা করে আসছেন। প্রায় ছয় শতাধিক কবিতা, ছড়া ও কিশোর কবিতা যা ১৭টি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তার গ্রন্থগুলো যথাক্রমে- অসহ্য অনুভূতি, সেখানে দু॥খের প্লাবন, পদচিহ্ন, প্রেয়সীর ওড়না ওড়ে, নিশাত, অখন্ড মন্দির, আহত মনে ফাগুনের সন্ত্রাস, নিমতলীর মিতুলির চিঠি, স্বপ্ন সংক্ষোভ জ্বালা, দুঃখ থাকবে চিরদিন, দারুণ নিষ্ঠুর তুমি, ছাড়াবাড়ি, স্বাধীন আমার জন্মভূমি, দুষ্ট স্বপ্ন, নীল জোছনা দেয় না ছোঁয়া, দুঃখ অবরুদ্ধ করেছ আমার মন। জুতসই ভূত কই তার সপ্তদশ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে কবি, গীতিকার ও ছড়াকার হেলালউদ্দীন পাটোয়ারী আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের ছাপচিত্র এঁকেছেন অত্যন্ত নান্দনিকতার সঙ্গে। যা আগামী প্রজন্মের কাছে পথিকৃৎ হিশেবে পরিগণিত হবে। একথাগুলো কবির সদ্য প্রকাশিত এ গ্রন্থের ইনারলীপ থেকে উদ্ধার করেছি।

কবির জন্ম চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জের সাদরা গ্রামে। কবির এ গ্রন্থে কিছু কিছু ছড়া ছাপাখানার ভুলে দু'বার ছাপা হয়েছে। তাই তার ছড়ার স্টাইল, বিষয়-বৈচিত্র ও বলার ঢংটি ইন্টারনেটের বিশাল পাঠকদের কাছ তুলে ধরাই ছিলো মরুপলাশ এর প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে আমরা কবির এগ্রন্থ থেকে মাত্র ১৯টি ছড়া কবিতা সংকলিত করেছি। এতে আমার কিছুটা ঋণ স্বীকার করা ও দায়বদ্ধতা প্রকাশ করা হলো। এক প্রবল আত্মবিশ্বাসী এ কবি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রশিক্ষক মিলনায়তনে আমাকে সংবর্ধনার সকল আয়োজন একাকীই করেছিলেন। তাতে প্রধান প্রেরণাদানকারী ছিলেন ভিক্টোরিয়া কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক প্রফেসর হেলালউদ্দিন আহমদ। সালটি ছিলো ১৯৮৯সালের ১৩ই এপ্রিল।
সম্পাদক
মরুপলাশ, মোহনা, রুপসীচাঁদপুর
রিয়াদ, সউদী আরব।

এ গ্রন্থে যে ছড়া কবিতাগুলো সংকলিত হয়েছে...

বাদলা দিনে / আয়রে টিয়ে / ঝিঁঝিঁপোকা / নাচে হরিমন / দুষ্টু বিলাই / বনের পাখি / আমাদের পান গাঁয়ে / জোছনা / বনগাঁ / চাঁদ আর নদী / অচিন পাখি / মন করে আনচান / আবার ফিরে এলো / জুতসই ভূত কই / জানে শুধু সহি টা / বাংলা মায়ের / বৃষ্টি এলো / নীরব সুন্দর

বাদলা দিনে

আজ আষাঢ়ের বাদলা দিনে
সন্ধ্যার আযান শেষে
কাকের ছানা ঘরে এসে
উঠলো কাতর বেশে।

কেউ দেখেনি কেমন করে
ঢুকলো ঘরের মেঝে
বিড়াল ছানা প্রথম দেখে
ডাকলো রেগে তেজে।

আমরা সবাই অবাক হয়ে
দেখলাম যখন তাকে
ঠান্ডা কাঁপন কাঁপছিল সে
কষ্ট ছিল নাকে।

কেউ দেখাতে চায়নি আদর
কেউ দিল না ছুঁয়ে
হৃদি এসে ছুঁইলো তাকে
ধরলো হাতে নুয়ে।

হৃদি হেসে প্রশ্ন করে
নামটি কিরে তোর?
বিড়াল ছানা দাঁত দেখিয়ে
বলে বন্ধু মোর।

আয়রে টিয়ে

আয়রে টিয়ে আয়রে কাছে
আয়রে আঙ্গিনায়
পরিয়ে দেবো সোনার নুপুর
তোমার দুটো পায়।

দুধে ভাতে খেতে দেবো
আরও দেবো কলা
আদর করে ছুঁইবো তোমার
মায়াভরা গলা।

রুপার খাঁচায় ঘুম পাড়াবো
গান শুনাবো তোমায়
বিনিময়ে চাই না কিছু
দাও না ধরা আমায়।

ঝিঁঝিঁপোকা

ঝুনঝুনা ঝুন ঝুনঝুনি নয়
নয়তো কাঁচের চুড়ি
কিসের এতো মিষ্টি ধ্বনি
বল না দাদী বুড়ি।

দাদী বলে ওরে নাতী
এমন ফাগুন কালে
ঝিঁঝিঁপোকার কণ্ঠধ্বনি
বাজে তালে তালে।

ফাগুন মাসে আমের বোলের
গন্ধ মাতাল হাওয়ায়
সব জীবেরই হৃদয় উদাস
দুপুর রোদের ছায়ায়।

ঝিঁঝিঁপোকার ঝুনুর ঝুনুর
নৃত্য তালের সুরে
ঘরে বসে থাকবো না আর
চল না আসি ঘুরে।

দাদী নাতি হাত ধরে তাই
দেখছে ফাগুন পোকা
সারা বাগান খুঁজে না পায়
ফিরলো হয়ে বোকা।

ফাগুন মাসে ঝিঁঝিঁপোকা
যায় না দেখে চেনা
কণ্ঠ তাদের এতোই মধুর
যেন সুরের বীণা।

নাচে হরিমন

মিটিমিটি তার আর
জোছনার ক্ষণ
এক হয়ে আছে যেন
কাশফুল বন।

কেউ নেই কিছু নেই
নেই কোন জন
চুপচাপ থাকাটাই
সুন্দর ধরণ।

চিন নাই মিল নাই
উপমাহীন
এমন রূপ তার
যেন অমলিন।

চন্ চন্ চঞ্চল
বাতাসের দোলন
দেখলেই বুঝবে
নাচে হরিমন।

দুষ্টু বিলাই

কালা বিলাই হান দিল
টুনটুনিদের বাসায়
আঁতুড় ঘরের দুটো ছানা
শিকার করার আশায়।

টোনাটুনি ছোপাছোপি
করলো অনেক ঋণ
দুষ্টু বিলাই মানলো না যে
শুনলো না আর বারণ।

কিচিরমিচির আর্তনাদে
ডাকলো টোনাটুনি
অমনি এসে পৌঁছলো কাছে
হৃদি ও তার নানী।

হৃদিকে দেখে কালা বিলাই
দেখায় চোখ রাঙানী
দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠে
যাও না চলে মামনি।

এমন সময় দোয়েল শালিক
এলো পাখি হাঁড়ি
সবাই মিলে ঠোকর দিয়ে
ছিঁড়লো বিলাইর দাঁড়ি।

তাই না দেখে হৃদি বলে
কিরে বিলাই তোর
কোন কারণে হইলি পাষাণ
কোথায় গেল জোর!

বনের পাখি

নাম তার ময়না কালো রঙের পাখি
সুন্দর দেখা যায় তার দুটো আঁখি।
আমাদের বাগানে আসে রোজ দেখি
চুপচাপ ঘুরে যায় হয়ে চোখাচোখি।

কত কথা মনে চায় বলি নাকো তারে
ব্যাকুল কাতর সময় নড়ে যায় ভারে।
প্রতিদিন দেখি তাকে খুব ভোর লগণে
ছুঁয়ে দিতে চাইলে আসবে অজ্ঞানে।

ডাকবো না ছুঁইবো না বনের পাখি
আসলেও কাছে সে দিয়ে যাবে ফাঁকি।

আমাদের পান গাঁয়ে

আমাদের পান গাঁয়ে নেই কোন পান
আছে শুধু ধৈর্যের মহা এক বান।
সারাদিন হৈ চৈ করে প্রাণ আনচান
পান থেকে চুন খসে পড়লেই যায় প্রাণ।

এই দল সেই দল জোট বেঁধে করে খুন
খুন আর মিথ্যে রাজনীতির বড় গুণ।
মত নেই ভোট নেই জোর যারা মুল্লুক তার
জনগণের দরকার হয় না তো আর।

আমাদের পান গাঁয়ের জনগণ একদিন
হানাদার তাড়িয়ে করেছিল স্বাধীন।

জোছনা

পৌষ রাতে নেই স্বাদ
চাঁদের আলোর
তবু সুখ আছে তার
দাগ নেই কালোর।

ঠান্ডায় হিমসিম
রিমঝিম রাতে
কেউ নেই নেই আর
জোছনার সাথে।

তারাগুলো দুরে থাকে
জ্বলে নাকো জোনাকি
কুয়াশার বিছানায় চুপচাপ
রাত জাগা নয় কি!

দেখে না তো কেউ তাকে
রুপটা কি
সারা রাত ব্যথা তার
করে রি রি।

বনগাঁ

রোদ আর ছায়া খেলে
নিথর বনগাঁ
উদাস দুপুর চুপচাপ
করে খা-খা।

উঁচুগাছের ডালে ঝুলে
কালা বাঁদুড় ছা
সঙ্গীবিহীন একা থাকে
বনবিড়ালের ছা।

বনবিড়ালের সেই ছানাটি
দুষ্টুমিতে পাকা
এক মুহূর্ত পারে না সে
থাকতে একা একা।
এদিক তাকায় ওদিক তাকায়
তাকায় উঁচু ডালে
বাঁদুড়ছানা ধরার আশায়
চললো মৃদু তালে।

দিনের বেলায় বাঁদুড়ছানা
থাকে হয়ে অন্ধ
শত্রু হানা দিলো কিনা
পেয়ে যায় গন্ধ।

বনবিড়ালের গন্ধ পেয়ে
বাঁদুড়ছানার দল
কিচিরমিচির আর্তনাদে
ফেলে চোখের জল।

চাঁদ আর নদী

আলোহীন চাঁদ আর
শান্ত নদীর জল
দুই তীরে চুপচাপ
ঘোরে উদের দল।

সারা রাত কথা বলে
চাঁদ আর নদী
হবে না কথা শেষ
ভোর অবধি।

দেখলে নেড়ে যায়
বুকেরই ভেতর
প্রকৃতির এই রুপ
কেবলই কাতর।

অচিন পাখি

অচিন পাখি কেমন করে
আসলি আমার আঙ্গিনায়
কার খোঁজেতে কেমন করে
পথ হারালি দুনিয়ায়।

আমিও আর নেই যে ভালো
থাকি না কারো অপেক্ষায়
সব কিছুই হারিয়ে আমি
বেঁচে আছি নিরাশায়।

কেমন তোমার সঙ্গী সাথী
কোথায় তোমার বাড়ি
কেমন করে হারিয়ে গেলো
ছিঁড়ে তোমার নাড়ী।

তোমার দুটো চোখ দেখে যে
বুঝতে পারি ব্যথা
যদিও তুমি বলছ না যে
কোনই কষ্টের কথা।

কষ্টের কথা যায় না বলা
যায় না বুঝা শুনে
এমন কিছু ব্যথা আছে
বুঝতে হবে মনে।

আমিও এক চরম দুঃখী
পরম আত্মত্যাগী
আমার সাথেই করে তুমি
দুঃখের ভাগাভাগি।

আনচান করে মন

কনকনে শীত আর
সীন সীন বাতাসে
একটুও আলো নেই
মেঘ মেঘ আকাশে।

আনচান করে মন
যেতে কাশবন
ডাকহীন ডাহুকের
দেখিতে চরণ।

গান নেই সুর নেই
ডাহুকের গলায়
চুপচাপ অভিমান
যেন পথ চলায়।

কাশবন প্রতিক্ষণ
ডাহুকের বিচরণ
স্বাদ আর সুখ ভরা
মিষ্টি আচরণ।

আবার ফিরে এলো

আহারে আহারে
বলি আমি কাহারে
পোষা পাখি খাঁচা ভেঙ্গে
চলে গেলো পাহাড়ে।

আমি নাকি ছিলাম না তার
কোনো দিনও আপন
একটুও তার পছন্দ নয়
বন্দি জীবন যাপন।

এই অভিযোগ ছিল তাহার
লাগে না গো ভালো
মুক্ত জীবন সুখী জীবন
এই ভেবে ছিলো।

সুযোগ বুঝে এক দুপুরে
পালিয়ে চলে গেলো
যদিও সে ছয় বছর
এক নাগাড়ে ছিলো।

আমার মতো আদর করে
কেউ দেখেনি তারে
যত্ন করে মায়ার বাঁধন
মানুষই কেবল পারে।

শ্যামল গাছের সবুজ পাতায়
দেয়নি আদর তাকে
সব পাখিরাই ব্যস্ত থাকে
কে ডাকবে কা কে।

মায়াহীন মুক্ত জীবন
একটুও নয় ভালো
খাঁচা ভাঙ্গা সেই পাখিটি
আবার ফিরে এলো।

জুতসই ভূত কই

জুতসই ভূত কই
রাম রাম নাম লই
খুঁজি হায় টই টই।

আড়চোখ লাল কই
দাঁড়কাক দেখ ঐ
খেতে চায় তাল খই।

পীর যেই বীর হেই
লোভ দেখ কার নেই
ভূত মানে সেই সেই।

জানে শুধু সহিটা

আমাদের মামনি এখন আর খেলে না
লাল নীল শাড়ি পরে বউ বউ সাজে না।
দিন রাত সারাক্ষণ নোট পড়ে থাকে
প্রতি বিষয় একজন মাস্টার রাখে।

মাস্টার ছাড়া তার হয় না পড়া
একটাও শেখেনি গান আর ছড়া
জানে না তো সে তার সিলেবাস কি!
মাস শেষে মাস্টার গণে শুধু ফি।

হয় না বই পড়া পড়ে শুধু নোট
কোচিং এর মাস্টার সব এক জোট
শিক্ষার ব্যবসা প্রশ্ন দশটা
পড়লেই পড়বে কমন সবটা।

মামনি তাই বুঝি পড়ে না বইটা
বি এ পাস করে জানে শুধু সহিটা।

বাংলা মায়ের

খালের পাড়ে জামরুল গাছের
মিষ্টি নরম ছায়ায়
বেতের ফুলে সুবাস ছড়ায়
আদর ভরা মায়ায়।

অনেক দুরে উঁচু ডালে
ঘুঘু পাখি ডাকে
দোয়েল শালিক জুটি বেঁধে
নীরব বসে থাকে।

উঁচু আকাশ উদার বাতাস
সুখের মানুষ জন
বাংলা মায়ের আঁচলেতে
শান্তি আমরণ।

বৃষ্টি এলো

বৃষ্টি এলো বৃষ্টি এলো
বৃষ্টি এলো রে
রোদের পোড়া উঠোন খানি
ডুবে গেলো রে।

বৈশাখ মাসের দুপুর বেলায়
কালো জামের ফুলে
গন্ধ মাতম ভ্রমর দলে
গাইছে হেলে দুলে।

আয়রে তোরা আয়রে ছুটে
হাতে হাতে ধরি
বৃষ্টির সাথে খেলবো মোরা
করবো গড়াগড়ি।

নাচতে গিয়ে গাইতে গিয়ে
হলে চিৎ পটাং
ভুল করেও করবে না কেউ
জিদে ছটাং ছটাং।

নীরব সুন্দর

বকুলতলায় জোনাক জ্বলা
আর লাগে না ভালো
জোনাকিরা দিনের বেলায়
দেয় না কেন আলো।

সারাদিনই তাদের আমি
বাগান জুড়ে খুঁজি
কোথায় তারা লুকিয়ে থাকে
চক্ষু দুটো বুঝি।

ঝোপের ঝাড়ে লতাপাতায়
লুকিয়ে তারা থাকে
সূর্যকিরণ আড়াল করে
দিনের বেলায় রাখে।

খোকন সোনার কথা শুনে
বলেন দাদী বুড়ি
রাত্রি হলো নীরব সুন্দর
নেই যে তাহার জুড়ি।

অন্ধকারই পরম সুখের
হোক না যতো কালো
জোনাকিরা জ্বলে উঠে
দেয় যে সুখের আলো।

সমাপ্ত